সন্তান গড়ার ১১০ টিপস

মুজাহিদ মামুন দিরানিয়াহ

আহমাদ সাব্বির
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

লেখকের কথা ৭

সতর্কতা ১০

প্রথম অধ্যায় : সামগ্রিক কিছু উপদেশ এবং কিছু টুকরো ভাবনা..... ১৩

শাস্তি ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় : সন্তানের বয়স যখন এক বছর ৪১

তৃতীয় অধ্যায় : সন্তানের বয়স যখন দুই বছর ৫০

চতুর্থ অধ্যায় : আপনার সন্তানের বয়স যখন তিন থেকে ছয় বছর ৬১

পঞ্চম অধ্যায় : আপনার শিশুর বয়স যখন সাত থেকে ১২ বছর ৯৩

আপনার সন্তান যখন বিদ্যালয়ে ১০৯

শেষকথা ১১৪

এক নজরে ১১০ টিপস ১১৬

সন্তান প্রতিপালনের প্রধানতম ভিত্তিই হতে হবে স্নেহ-মমতা এবং সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পরিক ভালোবাসা। ভয়ভীতি ও আতঙ্কের জোরে সন্তানের উত্তম প্রতিপালন সম্ভব নয়। কারণ, ভয় ও আতঙ্কের এমন কোনো কল্যাণকর প্রভাবই নেই যা সন্তানের মনে রেখাপাত করতে পারে।

যখন সন্তানের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের চিন্তা হবে তখন স্মরণ করুন একদিন আপনি 'বুড়ো' হবেন আর আপনার সন্তান 'বড়' হবে; হবে আরও শক্ত-পোক্ত ও সামর্থবান। বিপরীতে আপনি কেবল দুর্বলই হতে থাকবেন। একদিন এমন আসবে যেদিন সন্তান আপনার চাইতে আকারে-আকৃতিতে হবে আরও দীর্ঘ, শক্তিতে হবে আরও পূর্ণ। যদি আপনাদের মধ্যে আজ ভালোবাসা ও হৃদ্যতা তৈরি না হয় তাহলে কীসের বলে সেদিন সন্তানের সাথে জোর খাটাবেন!

মনে রাখবেন, ভালোবাসা তৈরি হয় অনুরূপ ভালোবাসা থেকেই। হৃদ্যতা থেকেই হৃদ্যতার সূত্রপাত। একটি শিশু ভালোবাসার আশ্রয়েই বুকের গহীনে ভালোবাসা ধারণ করে। ভালোবাসার বদলে সে ভালোবাসাই ফিরিয়ে দেয়। যখন সে আপনার থেকে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পাবে অন্যকে সেটাই ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু, বিপরীতে সে যখন বেড়ে উঠবে ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং কঠোরতা সাথে করে তখন মেজাজে ও স্বভাবে সে পরিণত হবে একজন রুক্ষ, কঠোর ও শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিতে।

জানেন! যে সকল শিশু শৈশবে বাবার রুক্ষ ব্যবহার সহ্য করে কিংবা বঞ্চিত থাকে মায়ের স্নেহ মমতা আদর সোহাগ থেকে তাদের অধিকাংশই হয়ে ওঠে বিকৃত মনস্ক, অপরাধ প্রবণ এবং মানসিক ভারসাম্যহীন একজন মানুষ হিসেবে।

০২

পজিটিভিটি কাজে লাগান।

পজিটিভিটি বা ইতিবাচক বয়ান প্রভাবিত ও আলোড়িত করে না—পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই। আর শিশুদের ক্ষেত্রে সেটা আরও দারুণভাবে কার্যকরী। পজিটিভ ও ইতিবাচক কথায় শিশুরা যেভাবে আলোড়িত হয় তেমন আর কেউ হয় না। আপনার সন্তানকে বারবার মনে করিয়ে দিন, দিনের পর দিন তাকে বলতে থাকুন—তুমি খুবই ভালো একটি ছেলে। অত্যন্ত ভদ্র একটি মেয়ে। আর এরপর কেবল দেখতে থাকুন। কীভাবে সে সভ্য ভদ্র একজন সন্তানে পরিণত হয়। আর মন চাইলে এর বিপরীতটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। চাইলে নেতিবাচকতার চর্চা করে দেখতে পারেন তার সাথে। অনবরত তার কানের কাছে বলে যেতে থাকুন—তুমি একটা অসভ্য, ভদ্রতা বলতে তোমার মধ্যে কিছু নেই। দেখবেন—আপনার মুখের কথা কী অবিশ্বাস্যভাবে সে সত্য করে দেখায়। (অবশ্যি আমি আপনাকে এমনটা করতে কিছুতেই পরামর্শ দিই না।)

এ হলো পজিটিভিটির ক্ষমতা। ইতিবাচকতার শক্তি। এ এক যাদুকরি ক্ষমতা। যার স্পর্শে মুহূর্তেই একজন সফল মানুষ ব্যর্থ মানুষে পরিণত হতে পারে। আবার মুহূর্তেই একজন ব্যর্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারে সফল। সুস্থ পরিণত হতে পারে অসুস্থে। আর প্রবল রুগ্ন হয়ে উঠতে পারে সম্পূর্ণ সুস্থ। এই থিওরি রোজ প্রয়োগ করতে থাকুন। এর প্রয়োগে কখনও বিরক্তি বোধ করবেন না। আর খুঁজে খুঁজে ভালো চারিত্রিক গুণের একটি তালিকা তৈরি করুন। যেই গুণগুলো আপনি আপনার সন্তানের মাঝে প্রতিফলিত হতে দেখতে চান। তারপর সন্তানকে নিয়মমতো সেই ভালো গুণগুলোর কথা শোনাতে থাকুন। সে নিজেই তার মনের মধ্যে সব গেঁথে নিতে থাকবে। যখন তার বোধ সেই গুণ দিয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে তখন সেই গুণের প্রকাশ ঘটতে থাকবে তার সকল কথা, কাজ, চিন্তা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে। তেমনিভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে খারাপ ও অপছন্দীয় দোষের একটা তালিকা প্রস্তুত করুন। যেসব থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। সেসব দোষের কথা ভুলেও তার সামনে কখনও উচ্চারণ করতে যাবে না। আর তারপর, আল্লাহ ভরসা।

০৩

যাদুকরি আরেকটি পদ্ধতি হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা। এটাকে স্মরণে রাখুন আর রুটিন মাফিক সন্তানকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে যেতে থাকুন।

সন্তান প্রতিপালনের এ এক অব্যর্থ টেকনিক। এটা এমনই এক কৌশল যা সবসময়ই কার্যকর হয়। বিশেষ করে পরিস্থিতি যখন কিছুটা ঘোলাটে হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তে। তাকে সমান উৎসাহ-উদ্দীপনা জুগিয়ে যান সৎ কাজে ব্রতী হতে এবং অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে; তাকে উৎসাহিত করুন নিয়মমতো নামায আদায়ে, পড়াশোনায় অধ্যবসায়ী হতে, বাড়ির কাজ সুচারুরূপে করে উঠতে, অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে এবং আরও আরও ভালো কাজে প্রয়াসী হতে। সেই সাথে তাকে উদ্দীপ্ত করে যেতে থাকুন মিথ্যা-অলসতা থেকে দূরে থাকতে, ছোটদের সাথে হিংসাত্মক আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে এবং আরও আরও মন্দ আচরণ পরিহার করে চলতে।

অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আপনার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি তার সামনে তুলে ধরুন। আর তা হলো—তার ভালো ও ইতিবাচক কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং সেই কাজটির বিকাশে উৎসাহ দেয়া। ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে শিকারীর মতন সন্তানের ভুল খুঁজে বের করার পেছনে পড়ে থাকবেন না। বরং প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে তার সদাচারগুলো খুঁজে বের করুন। এবং সেসবের জন্য তাকে নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে যেতে থাকুন। আর, তারপর অপেক্ষা করুন কিছুদিন। সুফল নিজেই দেখতে পাবেন।

০৪

সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন। কোনো কাজে তাকে অকর্মণ্য কিংবা অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে তুলবেন না।

এই কাজে আপনাকে প্রবল ধৈর্যের পরিচয় দিতে হতে পারে। কারণ, কোনো শিশুই তার জীবনের সূচনালগ্নে প্রথমবারেই একটি কাজ রপ্ত করে উঠতে পারে না। ধরা যাক, আপনার সন্তানের বয়স এক বছর। এখন এই বয়সে সে নিজে নিজেই কীভাবে পানাহার করবে! কিংবা এই অতটুকুন বয়সে কীভাবেই সে

তার অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেবে! এই সময়টাতে তাকে কর্ম-সক্ষম করে তুলতে বারবার আপনার দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হবে। পুনঃপুন তাকে আপনার গাইড করে যেতে হবে।

কখনও এমন প্রত্যাশা করবেন না যে, আপনার সন্তান দ্রুত বেড়ে উঠুক। অল্প দিনেই সে বড় হয়ে যাক। বাবা-মা এমনটাই কামনা করে থাকেন—তাদের সন্তান দ্রুতই তাদের চোখের সামনেই বলবান তরুণে পরিণত হয়ে উঠুক। কিন্তু প্রতিটি জিনিষেরই নির্দিষ্ট বর্ধনকাল আছে। উপযুক্ততা বলে একটা ব্যাপার আছে। মনে রাখবেন, যে সব শিশু তার শৈশবে শিশুসুলভ আচরণ সম্পন্ন করে উঠতে পারে না তাদের অভ্যন্তরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রয়ে যায়। আর যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তখন তাদের ভেতরের শিশুত্বের কারণে এমন সব কাজ তারা করে বসে যা অন্যদের জন্য হাসির খোরাক হয়।

০৫

কোনোভাবেই আপনার সন্তানকে দুর্বল নড়বড়ে এবং মেরুদণ্ডহীন হতে দেবেন না। অত্যধিক তদারকীর মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলবেন না তাকে।

সন্তান একটু ব্যথা পেলে কিংবা কেঁদে উঠলেই যদি আপনি তার দিকে ছুটে যান, হাঁটতে গিয়ে একটু হোঁচট খেয়ে পড়তেই যদি আপনি দৌড়ে গিয়ে বুকের সাথে তাকে জাপ্টে ধরেন, তার ভেতর যদি এই অনুভব জাগরূক রাখেন যে সারাক্ষণ আপনি তাকে চোখে চোখেই রাখছেন, তাকে পাহারা দিয়ে রাখছেন প্রতিটা মুহূর্তে তাহলে সন্তান আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠবে না কখনও। বরং তাকে তার মতোই ছেড়ে দিন। সে ছুটে বেড়াবে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। আবার নিজের মতো করেই উঠে দাঁড়াবে। ব্যথা পেয়ে কাঁদবে আবার কান্না ভুলে হেসে উঠবে আপন মনেই। আঘাত পাবে। ফের নিজেই নিজের সেবা করে সে আঘাত ভুলে থাকবে। তাকে তার নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি ও স্বাভাবিক 'জেদ' কাজে লাগাতে দিন।

এর অর্থ এই নয়—আপনি তাকে বেমালুম ভুলে থাকবেন আর সে এদিক সেদিক টক্কর খেয়ে নিজেকে ব্যথাভার করে তুলবে। নিজেকে শত আঘাতে মলিন ও জর্জরিত করে তুলবে আর আপনি তার কোনো খোঁজই রাখবেন না। আল্লাহ পানাহ। আমার উদ্দেশ্য তেমন নয়। আমি বরং বলতে চাইছি—তাকে তার মতো

ছেড়ে দিয়ে একটু আড়াল থেকে তাকে আপনার নজরে রাখবেন। যখন অবস্থা এতটুকু বেগতিক হতে দেখবেন যে, সে অবস্থায় তার কাছে আপনার উপস্থিতি জরুরি তখন তার কাছে গিয়ে হাজির হবেন। কিন্তু সামান্যেই তার কাছে ছুটে যাবেন না।

এই টিপসটা সম্ভবত বাবাদের তুলনায় মায়েদের জন্য বেশি দরকারি।

০৬

সন্তানকে মিতব্যয়িতার গুরুত্ব অনুধাবন করান। তাকে সহযোগিতা করুন যাতে করে সে জিনিসপত্রের মূল্যায়ন করতে শেখে।

আপনার সন্তান যদি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখে কোথাও যায়, কিংবা হাত-মুখ ধোয়ার সময় পানির টেপ জোরে ছেড়ে রাখে তাহলে তাকে বোঝান যে, এভাবে পানি অপচয় করা কিংবা সম্পদ নষ্ট করা ঠিক নয়। অবহেলা বশতঃ তার খেলনাটি যদি ভেঙে ফেলে তাহলে কোমল স্বরে বলুন যে, খেলনাটি আপনার কষ্টার্জিত টাকায় কেনা। অর্থ উপার্জন কোনো সহজ কাজ নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কেনা যে খেলনাটি, তাকে এভাবে অবহেলা করে নষ্ট করা তার উচিত নয়। কখনও দামি কোনো জিনিসের বায়না ধরলে তাকে একইভাবে বোঝাতে থাকুন। খেলতে গিয়ে কাপড়-চোপড় নোংরা করে ফেলবে যখন তাকে বুঝিয়ে বলুন যে, কাপড় পরিষ্কার করতে কী বিপুল পরিশ্রম হয় আপনার। আপনার পরিশ্রম বাড়িয়ে দেয়া যে তার অনুচিত—সেটা তাকে অনুধাবন করতে দিন।

এই আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে মূলত আপনি তাকে দীনের অনেক বড় মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। তা হলো—সম্পদ অপচয় না করা। এবং তাকে উজ্জীবিত করছেন সম্পদ ও শ্রম সঞ্চয়ে। যা নষ্ট হতে দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। এবং মূলত আপনি আপনার সন্তানকে সহায়তা করছেন তার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে উপকৃত হতে। সম্পদের প্রাচুর্য এবং তার সহজলভ্যতা অধিকাংশ সময়েই আমাদের উদাসীন করে দেয় তার সংরক্ষণে এবং তার যথার্থ মূল্য অনুধাবনে। সেজন্য শৈশবেই সন্তানকে মিতব্যয়িতার তালিম দেয়া খুবই জরুরি।

০৭

আপনার সন্তানকে শেখান, যেন সে সবার সাথে এবং সব কিছুর সাথে সদাচার করে।

আল্লাহ তাআলা এই বিশ্ব-চরাচর এবং তার আভ্যন্তরীণ সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। তাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য কিংবা তার আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিবর্গ ও বস্তু সমূহের ওপর অবিচার করার জন্য নয়। জগত ভরে গেছে ধ্বংসকামী এবং বিনাশকামী মানুষে। সকল নাশ ও ধ্বংসের পেছনে আজ তারাই। মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ, পরিবেশ, ভবন, রাস্তা-ঘাট এবং মানুষের মালিকানাধীন সম্পদ—সব আজ এই সকল বিনাশকামী মানুষের হাতে নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধ্বংসের শিকার। এই নির্যাতনকামী মানুষের দলকে আর ভারী করে তুলবেন না।

আপনার সন্তানকে অনুশীলন করান শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে। জগত এবং বিশ্বমানবতার কল্যাণে উদ্যোগী হতে। যে পরিবেশে তার বাস সেই পরিবেশের প্রতি তাকে বন্ধুভাবাপন্ন করে তুলুন। সে যেন পরিবেশের উন্নয়নকামী হয়। এবং সচেষ্ট হয় পরিবেশ বিধ্বংসী সব ধরনের উদ্যোগ রুখে দিতে। লক্ষ রাখুন, যেন সে কখনও দুর্বলের প্রতি অবিচারী না হয়ে ওঠে। সেই দুর্বল হোক কোনো মানুষ কিংবা মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণী। একটা বিড়ালও যেন তার হাতে কষ্ট না পায়। গাছের একটি ডালও যেন সে কখনও ভেঙে না ফেলে। রাস্তার মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে যেন সে বিরত থাকে। এমনকি, ক্ষতিকর নয়—এমন কোনো পোকা-মাকড়ও যেন তার হাতে কখনও নিগৃহীত না হয়।

০৮

দোলনাতে থাকতেই আপনার সন্তানের মনের ভেতর লজ্জাশীলতার শেকড় গেঁথে দিন।

যদিও একজন শিশু জন্মগতভাবেই তার স্বভাবগুণের মারফত লজ্জাশীলতার অধিকারী হয়ই। কিন্তু জন্মের পর তার প্রতিপালনকালীন এমন নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন সে হয় যা তার এই স্বভাব-লজ্জাশীলতাকে হয়ত দুর্বল করে ছাড়ে, কিংবা

একদমই সমূলে উপড়ে ফেলো এবং তাকে ধীরে ধীরে পরিণত করতে থাকে হায়া-শরমহীন একজন 'না-মানুষে'।

সাধারণত দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকে আপনার সন্তানের মধ্যে অনুভূতি-বোধ জেগে উঠতে শুরু করে। এবং সময়ের সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাকে উদ্বুদ্ধ করুন যেন সে অন্য কারো সামনে তার 'সতর' উন্মুক্ত না করে। চাই সেই অন্য কেউ—কোনো শিশু হোক কিংবা কোনো বড় মানুষ। এবং এটাও লক্ষ রাখবেন যেন অন্য কেউ, সে বাবা-মা হোক কিংবা তার ভাই-বোন, শিশুদের সামনে কখনও নিজেদের 'সতর' অবমুক্ত না করে। আর বয়স যখন তার চার বছর হবে তখন তো এই বিষয়টা কঠোরতার সাথেই আপনাকে মেনে চলতে হবে।

কখনও এমন ধারণা করবেন না যে, সে তো ছোট মানুষ। সতর ঢেকে রাখা বা খোলা রাখার সে কী বুঝবে! মনে রাখবেন, একটি শিশু সে শিশু হলেও তার সমুখে ঘটমান প্রতিটি ঘটনা দ্বারাই সে প্রভাবিত হয়। আর যেই চিত্রগুলো একটি শিশু তার শৈশবে, বিশেষ করে তার জন্মের প্রথম বছরে দেখে, তা তার চেতন বা অবচেতন কল্পনায় গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। হতে পারে অঙ্কিত হয়ে যাওয়া সেই চিত্রটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়; বরং অস্পষ্ট কিংবা আবছায়া। তবুও। আর এই চিত্রটিই পরবর্তীতে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার প্রত্যয় ও সংকল্পের বিনির্মাণে ভয়াবহ রকম প্রভাব তৈরি করে।

০৯

সন্তানকে তার অভ্যাসের দাস বানিয়ে ফেলবেন না। আমি বলতে চাচ্ছি যে, সে নিজেকে একটা অভ্যাসের সাথে এমনভাবে মানিয়ে ফেলল যে তার ব্যতিক্রম করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। দেখবেন—এমন যেন না হয়।

ধরা যাক, কোলে না ওঠালে কিংবা দোলনায় না দোলালে আপনার সন্তানের ঘুম আসে না। কিংবা সে ঘুমোতে পারে না বাতি জ্বালিয়ে না রাখলে কিংবা বাবা/মায়ের কেউ পাশে উপস্থিত না থাকলে। কিংবা সে একটি নির্দিষ্ট পাত্রেই খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেটা ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে সে খাবার গ্রহণ করতে পারে না। অথবা সে এক ধরনেরই খাবার বা একপ্রকারের পানীয়তেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার বাইরে কোনো খাবারই তার মুখে রোচে না। আর এভাবে সে

জীবনযাত্রার একটি অস্বাভাবিক ধারায় অভ্যস্ত থেকে বড় হয়ে যখন তার অভ্যাস মাফিকই জীবন পার করতে থাকে তখন বাবা-মা তার সবকিছুই সহ্য করে উঠতে পারেন না। তার সকল অভ্যাস মেনে নেয়া বাবা-মায়ের জন্য তখন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অনবরত আপনার সন্তানের অবস্থা ও অভ্যাস পাল্টাতে থাকুন। এবং নিজেকে এমনভাবে পোক্ত করে নিতে চেষ্টা করুন যে, কোনো অবস্থাতেই সন্তানের অভ্যাসের সামনে আপনি নত হবেন না। বরং তাকে সাহায্য করবেন তার অভ্যাসের বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসতে। কারণ, এই বয়সে নিজের অভ্যাসের বিরোধিতা যদি সে করতে শেখে বয়সকালে সেটা তার উপকারে আসবে। যখন সে বড় হবে এই যে তার অভ্যাস-বিরোধিতা—এই গুণটা তাকে সাহায্য করবে। সে পরিস্থিতির মুকাবিলায় সুদৃঢ় হয়ে থাকতে পারবে। অভ্যাসের কাছে পরাজিত হবে না। যখন সে কিছুটা বড় হবে তখন তাকে মনে করিয়ে দিতে থাকুন যে, জীবন সবসময় এক রকম থাকে না। তার বৈশিষ্ট্যই হলো নিয়ত পরিবর্তিত হওয়া। মানুষের অবস্থা চিরকাল একই গতিতে প্রবহমান থাকবে—এমন হয় না। সুতরাং জীবনের বদল তোমাকে বিপর্যস্ত করে দেয়ার চাইতে তুমি নিজেকে জীবনের এই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেবে—এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর নয় কি!

১০

খেলাধুলা শিশুর স্বভাবজাত একটি চাহিদা। বরং অনেক সময় একটি শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয় তার শৈশবকালীন খেলাধুলা বাধাপ্রাপ্ত হলে।

আপনার শিশুর সামনে তার বয়সের উপযোগী খেলনা হাজির করুন। প্রথম প্রথম সহজ-স্বাভাবিক খেলনা তাকে দিন। এরপর তাকে খেলার জন্য এমন খেলনা দিন যা একটি শিশুকে কেবল খেলাধুলার আনন্দই দেবে না, বরং তার মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি করবে। এবং তাকে সহায়তা করবে আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনে (কিছু এমন খেলনা আছে যা খোলা যায় আবার জোড়া লাগানো যায়। এবং একটির সাথে আরেকটি জুড়ে নানা আকৃতির নানা কিছু তৈরি করা যায়।[১])। দেখবেন বাচ্চাদের খেলনা যারা তৈরি করে তারা বাচ্চাদের বয়স উপযোগী

[১] আমাদের দেশে এই খেলনাগুলো ব্লক বলে পরিচিত। -অনুবাদক